দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 15 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ৮ ... কলাম ... ৩ ...

ঢাবির জরাজীর্ণ সাত হলে ঝুঁকি নিয়ে বসবাস

পিলার ও ছাদে ফাটল, বৃষ্টি হলে পানি পড়ে, খসে পড়েছে আস্তরণ, সংস্কারের আশ্বাস ভিসির

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

দেয়ালের আস্তরণ খসে পড়া, ছাদসহ বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য ফাটল ধরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলের সাতটি ভবনই ঝুঁকিপূর্ণ। বসবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হলেও এসব ভবনে বাস করছেন ১০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী। জরাজীর্ণ ভবনগুলো সংস্কারের উদ্যোগ নেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। যে কোনো সময় ঝুঁকিপূর্ণ এসব ভবন ধসে 'জগন্নাথ হল ট্র্যাজেডির' মতো দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে বলে আশংকা করেন সংশ্লিষ্টরা। ১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর রাতে দেশের এ শীর্ষ বিদ্যাপীঠের জগন্নাথ হল মিলনায়তনের ছাদ ধসে ছাত্র-কর্মচারীসহ ৩৯ জন প্রাণ হারান। প্রতিবছর দিনটি শোক দিবস হিসেবে পালন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল, মাস্টারদা সূর্য সেন হল, সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল, শহীদুল্লাহ হল ও জগন্নাথ হলের ৭টি ভবনকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এছাড়া, শামসুন্নাহার হলের বারান্দা ও বিভিন্ন রুমের দেয়ালে আস্তরণ খসে পড়েছে, ছাদসহ বিভিন্ন স্থানে দেখা দিয়েছে অসংখ্য ফাটল।

গত জুলাই মাসে বুয়েটের একটি বিশেষজ্ঞ দল ঝুঁকিপূর্ণ চারটি হলের (মাস্টারদা সূর্যসেন, হাজী মুহম্মদ মুহসীন, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক ও শহীদুল্লাহ হল) সবক'টি ভবন পরিদর্শন করে। বিশেষজ্ঞ দলের প্রধান অধ্যাপক ড. সৈয়দ ইশতিয়াক আহমাদ বলেন, ভবনগুলোর অবস্থা নাজুক। যে কোনো সময়ই ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। অতি দ্রুতই ভবনগুলো সংস্কার করা উচিত।

সরেজমিনে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের টিভি রুম থেকে ক্যান্টিনে যাওয়ার করিডোরটির ছাদের আস্তরণ পুরোটাই খসে পড়ে ভেতরের রড বেরিয়ে এসেছে। সেলুনের দেয়ালে বড় ধরনের ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। হলের বেশ কয়েকটি কক্ষের সামনের করিডোরের ছাদের আস্তরণ খসে পড়েছে। হল জুড়ে ছাদ ও দেয়ালের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন আকারের ফাটল। ১ এপ্রিল সূর্যসেন হলের শহীদ এইচএম ইব্রাহীম সেলিম মিলনায়তনের রেলিং ধসে শিক্ষার্থীসহ দুইজন আহত হন। জহুরুল হক হলের করিডোর এবং পুরনো ভবনগুলোর ছাদের বিভিন্ন অংশ ধসে পড়ছে। বৃষ্টি হলে দেয়াল ও ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে। হলের টিনশেড থেকে মূল ভবনে আসার করিডোরের ছাদের অসংখ্য স্থানে আস্তরণ খসে পড়ছে। এসএম হলের মূল ভবন থেকে ক্যান্টিনে যাওয়ার করিডোরটির ছাদের আস্তরণ পুরোটাই খসে পড়েছে এবং করিডোরের পিলারগুলো ফেটে গেছে, বিভিন্ন রুমে দেয়ালের আস্তরণ খসে পড়ছে। গত কিছুদিন আগে মুহসীন হলের টিভি রুমের ছাদের অংশ ধসে পড়ে। জগন্নাথ হলের পুরনো ভবনের অবস্থাও নড়বড়ে। এখনো এ ভবনে শিক্ষার্থীরা অবস্থান করছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, মাস্টারদা সূর্যসেন, হাজী মুহম্মদ মুহসীন ও শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলকে 'জরাজীর্ণ' আখ্যা দিয়ে জরুরি সংস্কারে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গত দুই অর্থবছরে বরাদ্দের অর্ধেক অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কোষাগারে জমা হলেও এখন পর্যন্ত সংস্কার কাজ শুরু হয়নি।

গত সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট ও ঝুঁকিপূর্ণ হলগুলোর দ্রুত সংস্কারসহ সাধারণ শিক্ষার্থীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ১৯ দফা দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে স্মারকলিপি দেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোতাহের হোসেন প্রিন্স বলেন, 'জগন্নাথ হল ট্র্যাজেডি' থেকে আমরা শিক্ষা নিতে চাই। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে সে লক্ষ্যে ঝুঁকিপূর্ণ হলগুলোর দ্রুত সংস্কার করতে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে আহ্বান জানায়। আশা করি, বিষয়টা দ্রুত সমাধান করবে তারা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী মফিজুর রহমান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনসমূহ সংস্কারের জন্য সরকার ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। আশা করি, এ মাসের শেষের দিকে এ সংস্কারের কাজ শুরু হবে। তবে সংস্কারের কাজ করতে ব্যয় হবে ১৮ কোটি টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ আবাসিক হল অনেক প্রাচীন। তাই যেসব হলগুলো বেশি ঝুঁকিপূর্ণ সেগুলো অতিদ্রুত সংস্কার করার উদ্যোগ নেয়া হয়। সর্বশেষ আমরা তিনটা হল (হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল, মাস্টারদা সূর্যসেন হল ও সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) বিশেষ বিবেচনায় সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়া অন্যান্য হলসমূহে কোন সমস্যা হলে তা আমরা চিহ্নিত করে সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়।